মেহেরপুরে দৈনিক ‘সময়ের আলো’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠিবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে দৈনিক ‘সময়ের আলো’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠিবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। পত্রিকা প্রতিষ্ঠার ৩য় বছর উপলক্ষ্যে বুধবার সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে কেক কাটা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সময়ের আলো পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি তৌহিদ উদ দৌলা রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

আরটিভি মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, গাংনী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল আলম, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান।

এসময় দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি ফারুক মল্লিক, এনটিভির জেলা প্রতিনিধি রেজ আন উল বাশার তাপস, মাছরাঙা টিভির জেলা প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত, ঢাকা পোস্টের জেলা প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান, ভোরের কাগজের জেলা প্রতিনিধি মর্তুজা ফারুক রুপক, আমাদের অর্থনীতি পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মসুদ রানাসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ৪র্থ জাতীয় ভোটার

দিবস পালিত

“মুজিব বর্ষের অঙ্গিকার রক্ষা করব ভোটাধিকার” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে ৪র্থ জাতীয় ভোটার দিবস ২০২২ পালিত হয়েছে।

বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদ থেকে একটি র্যালী বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়মে ভোটার দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে, উপজেলা নির্বাচন অফিসার মেহেদি হাসানের সভাপতিত্বে উপস্হিত থেকে ভোটার দিবসের আলোচনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের, উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস।

উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকারের সঞ্চালনায় আরো উপস্হিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা,উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান,এলজিডি ইন্জিনিয়ার শাহীন আক্তার প্রমুখ।

এর আগে উক্ত অনুষ্ঠানে ভোটার দিবসের কার্যাবলী তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাচন অফিসার মেহেদী।

নিজের অপরাধ ঢাকতে গাংনীর ১০ দলিল লেখকের নামে সাব-রেজিষ্ট্রারের জিডি

গাংনী উপজেলা সাব-রেজিষ্ট্রার মাহফুজ রানার বিভিন্ন অনিয়ম, ইচ্ছামাফিক অফিস করা, দুর্নীতি, ঘুঁষ আদায়, সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের সাথে ও দলিল লেখকদের সাথে অসৌজন্যমুলক আচরণের প্রতিবাদ ও তার বদলীর দাবীতে দীর্ঘদিন কলম বিরতীসহ নানা কর্মসূচী

পালন করে আসছেন গাংনী উপজেলা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের দলিল লেখকরা। প্রায় এক মাস অফিস না করে গতকাল মঙ্গলবার সকালে ১০ জন দলিল লেখকের নামে মিথ্যা অভিযোগ এনে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেন মাহফুজ রানা।
জিডিতে তিনি উল্লেখ করেন, সাব রেজিষ্ট্রারের কার্যালয় একটি সরকারি দপ্তর। যার কাজের ধরণ বিচারিক এবং রাজস্ব আহরনের অন্যতম উৎস্। সম্প্রতি অত্র কার্যালয় প্রাঙ্গণে নিবন্ধন ব্যাতিত নাশকতা, নিবন্ধন প্রত্যাশী সাধারণ সেবা গ্রহীতাদের প্রবেশে বাঁধা প্রদান, সরকারী কাজে বাঁধার সৃষ্টি, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্দেশ্য করে অসৌজন্যমুলক আচরণসহ রাজস্ব আদায়কে বিঘ্নিত করছে কতিপয় দলিল লেখকরা।
উপজেলা সাবরেজিষ্ট্রার অফিসের ১০ জন দলিল লেখকের নামে গাংনী থানায় সাধারণ ডায়রি (জিডি) করেন। জিডি নং ১৮, তারিখ ০১/০৩/২০২২ ইং
এরা হলেন, দলিল লেখক আবুল কালাম আজাদ ওরফে বুলবুল, দলিল লেখক সমিতির সাবেক সভাপতি সিনিয়র দলিল লেখক ফাকের আলী, দিনাজ উদ্দীন, সিনিয়র দলিল লেখক মকলেছুর রহমান মুকুল, নজরুল ইসলাম, শামীম রেজা, একেএম হানিফ উল বাশার, ইদ্রিস আলী, কামরুজ্জামান রুবেল ও রাশেদুল ইসলাম।
গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সেতাব আলী জানান, সাব-রেজিষ্ট্রার মাহফুজ রানার দায়ের করা জিডিটি গুর্ত্বুর সাথে বিবেচনা করে প্রাথমিকভাবে তদন্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু দলিল লেখক ও সাবরেজিষ্ট্রার অফিসের কয়েকজনের সাথে কথা বলা হয়েছে।
এদিকে, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন দলিল লেখক ও সার বেজিষ্ট্রার মাহফুজ রানার সাথে পৃথকভাবে বসে উভয়পক্ষকে সহনশীল আচরণ, একে অপরকে শ্রদ্ধার সাখে নিয়ে জমি রেজিষ্ট্রি কার্যক্রম চালিয়ে যাবার নির্দেশ দনে। তিনি বলেছেন, ছোট খাটো ভুল ত্রুটির কারণে গাংনী উপজেলার মানুষ ভোগান্তির শিকার যেনো না হন।
এসময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম, জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ও বিশিষ্ট সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক ও হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, আওয়ামীলীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতু উপস্থিত ছিলেন।
প্রায় ১ মাস পর আবারও আনুষ্ঠানিকভাবে দলিল রেজিষ্ট্রি করার মধ্য দিয়ে দলিল রেজিস্ট্রি কার্যক্রম শুরু হয়।

জানা গেছে, সাবরেজিষ্টার মাহফুজ রানা গাংনীতে যোগদানের পরপর থেকে তার ইচ্ছামফিক অফিসিয়াল কার্যক্রম করার কারণে উপজেলার হাজার হাজার সেবাগ্রহীতারা চরম ভোগান্তিতে পড়ে।
সে বিগত দুই মাস নকুল নবীশদের তাদের দলিল নকল করার কাজ বন্ধ করে রাখেন। যে কারণে নকল নবিশরা মারাত্বক মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েন। অফিসের বালাম বই আটকিয়ে তাদের কাজ বন্ধ করে দেন। সাব-রেষ্ট্রিারের খামখেয়ালীপনার কারণে নকুল নবিশরা যেমন আয়রোজগার বিহীন মানবিক বিপর্যয়ের মুখে তেমনি সাধারণ গ্রহীতারাও পড়েন চরম ভোগান্তিতে।
সাম্প্রতিক সময়ে একজন জমি বিক্রেতার কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা ঘুঁষ নিয়ে ধরা পড়ার পর উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোসুমী খানমসহ সহ প্রশাসনের লোকজন বসে ক্ষমা চেয়ে আবার সে তার দায়ীত্ব পালন করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
দলিল লেখকরা অভিযোগ করেন, গত বছরের ৯ ফেব্রুয়ারী গাংনীর সাব রেজিস্ট্রার হিসেবে মাহফুজ রানা যোগদান করেন।
গাংনীতে যোগদান করার পর থেকে নানা অনিয়মের সাথে জড়িয়ে পড়েন মাহফুজ রানা। সে কৌশল হিসেবে দলিল লেখক থেকে শুরু করে অফিসের সদস্যদের চাপের মুখে রেখে জিম্মি করে। তিনি নিজেকে সাব রেজিষ্ট্রার হিসেবে পরিচয়ের চেয়ে নিজেকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ছেলে পরিচয় দিতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ করেন বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা।
দলিল লেখকরা জানান, সাব রেজিস্টার মাহফুজ রানা দলিল জমা নেওয়ার নামে ৬শ টাকা হাতিয়ে নেন।এছাড়া হেবা দলিল রেজিষ্ট্রি করতে সরকারী ফিস মাত্র ৬শ’ টাকা হলেও সে ১৫ শ’ থেকে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নেন তিনি।
দলিলের নকল উঠাতে সরকারী ফিস মাত্র ৪শ’৫০ টাকার পরিবর্তে দলিল প্রতি ১ হাজার টাকা থেকে ১২শ”টাকা হাতিয়ে
মাহফুজ রানার অনিয়মের প্রতিবাদ করলে সাম্প্রতিক সময়ে একজন দলিল লেখককে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেন তিনি। এঘটনায় দলিল লেখকরা ফুঁসে উঠলে আবারও তাদের সাথে সমঝোতা করে তাকে থানা থেকে ছাড়িয়েও আনেন। তার অনিয়ম দূর্নীতির প্রতিবাদ করলে দলিল লেখক থেকে শুরু করে কর্মচারীরাও সাব রেজিষ্ট্রার মাহফুজ রানার রোশানলে পড়েছে বারবার।
এদিকে সাব রেজিষ্ট্রার মাহফুজ রানা তার অপকর্ম আড়াল করতে সাংবাদিক, সরকারী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন মহলকে দিয়ে সাংবাদিককে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেন।
ইতোপূর্বে গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি রজমান আলীকে চাঁদাবাজ

অখ্যায়িত করেতার ফেইসবুক পেইজে একটি পোষ্ট দেন। পরে বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে ক্ষমা চেয়ে আপোস মিমাংসা করে নেন।
জমি রেজিষ্ট্রি করতে আসা বিভিন্ন এলাকার সেবগ্রহিতারা জানান, ফাইলিংয়ের নামে ৯ শ’টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়। এর আগে মসজিদ উন্নয়নের নামেও দলিল প্রতি ১০০ টাকা করে হাতিয়ে নেয়া হতো। এনিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখা লেখি ও বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠায় সেটা নেয়া বন্ধ হয়। তবে, মসজিদের নামে আদায় করা কয়েক লক্ষ টাকার কোনো হুদিস পাইনি কেউ।শুধু মসজিদের জন্য নয়, মাহফুজ রানা মাত্র একটি হ্যান্ড মাইক কেনার জন্য ২৮৫ জনের কাছ থেকে দলিল প্রতি দেড় শ টাকা করে আদায় করেছেন।অথচ, সে হ্যান্ড মাইকটিও দান করেছেন একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।
মাহফুজ রানার বিভিন্ন দুর্ণিতী ও অনিয়মের অভিযোগ এনে ইতোমধ্যে জেলা রেজিষ্টার, বিভাগী রেজিষ্ট্রার ও ঢাকা প্রধান রেজিষ্ট্রারের বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়ে দলিল লেখকরা।

রাজনৈতিক চর্চার মাধ্যমে গণতন্ত্র বিকশিত হোক

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা করতে হলে সময়মতো সম্মেলনের কোন বিকল্প নেই। একই কমিটি দীর্ঘদিন ধরে থাকলে সেই কমিটির নেতৃত্ব বজায় থাকে না। দলীয় নেতা কর্মীদের উদ্যোম নষ্ট হয়। তেমনই হয়েছে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ কমিটির। দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে ওই ইউনিটের সম্মেলন না হওয়ায় পৌর কমিটির নেতাকর্মীদের মধ্যে স্থবিরতা লক্ষ্য করা গেছে। কমিটির অনেক সদস্য মৃতবরণও করেছেন।

নতুনরা কমিটিতে আসবেন সে সুযোগও তৈরি হয়নি। একই অবস্থা বিরাজ করছে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটিতে। ওই কমিটিরও সম্মেলন হয়নি দীর্ঘদিন। এছাড়া মুজিবনগর উপজেলা কমিটি, গাংনী পৌর কমিটি ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটির মেয়াদও শেষ হয়েছে অনেক আগে।

এর আগে কয়েকবার এসব কমিটির সম্মেলন হওয়ার কথা থাকলেও অজানা কারণে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। এক নেতা আরেক নেতার উপর দায় চাপিয়ে গেছেন

এমন অভিযোগও রয়েছে বিস্তর। একটি পক্ষ সম্মেলন চাইলেও অপরপক্ষ সম্মেলন বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন এমন অভিযোগ রয়েছে দলের মধ্যে। সর্বশেষ মাস দুয়েক আগেও সম্মেলনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেও সম্মেলন পিছিয়ে যায়।

অবশেষে গত সোমবার জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় নতুন করে চারটি ইউনিটের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে ১৯ মার্চ মেহেরপুর পৌর শাখা, ২০ মার্চ সদর উপজেলা শাখা, ২১ মার্চ গাংনী উপজেলা শাখা এবং ২২ মার্চ মুজিবনগর উপজেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

নতুন করে এই ইউনিটগুলোর সম্মেলনের দিন ঘোষণা হওয়ায় নেতাকর্মীদের মধ্যে আবারও চাঞ্চল্যতা শুরু হয়েছে। কমিটিতে ঠাঁয় পাবার জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা তদবির করছেন এমন খবর পাওয়া যাচ্ছে। নতুনভাবে প্রতিটি ইউনিটে কর্মীদের মধ্যে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। সুষ্ঠ রাজনৈতিক চর্চার মাধ্যমেই গণতন্ত্র বিকাশের একমাত্র পথ। সম্মেলন এবং কমিটি গঠনের ধারাটিও যাতে সুষ্ঠ রাজনৈতিক চর্চার মধ্যে দিয়ে হয়, সচেতন মানুষ এবং রাজনৈতিক কর্মীরা এটাই চায়।

তাই পূর্বের মত যেন আবারও সম্মেলন পিছিয়ে না যায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের কাছে সকল সচেতন নাগরিক ও রাজনীতিপ্রেমী মানুষের প্রত্যাশা। দীর্ঘদিন পরে হলেও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের এ উদ্যোগ সফল হোক, সফল হোক ৪টি ইউনিটের সম্মেলন। নতুন নেতৃত্বে বিকশিত হয়ে রাজনৈতিক চর্চার মাধ্যমে দলীয় কর্মকাণ্ড গতিশীল হোক।

মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাইয়ে তালিকা বহির্ভূতদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রতিবাদে

স্মারকলিপি প্রদান

মেহেরপুর সদর উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাইয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বন্ধের দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে বীর মুক্তিযোদ্ধারা। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আঃ মালেকের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা এ স্মারকলিপি প্রদান করেন। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

এসময় বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোঃ নুরুল ইসলাম, উমেদীন আলী, মোঃ আব্দুস ছালাম, মোঃ বরকত আলী, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ বদরুল আলম, জিল্লুর রহমান, হায়দার আলী, কদম আলী উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপিতে মুক্তিযোদ্ধারা জানান, জামুকা কর্তৃক প্রদত্ত অন-লাইনে আবেদনকারীদের তালিকাভুক্ত মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৪৮৯ জনের যাচাই-বাছাই এর কাজ ইতোমধ্যে তথাকথিত বিতর্কিত কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়নি। আমরা জানতে পেরেছি জামুকা কর্তৃক প্রদত্ত জিডি নম্বরসহ তালিকা বহির্ভূত কয়েকজন ব্যক্তিকে এমনকি রাজাকারের সন্তানসহ তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর জন্য জামুকা কর্তৃক ২০১৭ সালের বিধি-বিধান/নিয়মনীতি উপেক্ষা করে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এমনকি সাক্ষাৎকারকারীগণ অরিজিনাল সনদ না দেখিয়ে নকল ফটোকপি প্রদর্শন করেছেন। আমরা এর নিন্দা জ্ঞাপন করছি এবং তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে জামুকা কর্তৃক প্রদত্ত জিডি নম্বর সহ তালিকা বহির্ভূত ব্যক্তিদের কে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর অপচেষ্টা বন্ধ করার জোর দাবি জানাচ্ছি।

ঝিনাইদহে পুলিশ মেমোরিয়াল ডে উদযাপন

দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত অবস্থায় নিহত ঝিনাইদহের পুলিশ সদস্যদের স্মরণে পুলিশ মেমোরিয়াল ডে পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় পুলিশ লাইনে একটি শোক র্যালি বের করে। র্যালি শেষে নিহত পুলিশ সদস্যর স্বরণে নির্মিত স্মৃতিফলকে পুস্পস্থাবক অর্পন করেন পুলিশ সুপার মুসতাসিরুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।

পরে মেমোরিয়াল ডে উপলক্ষে জেলা পুলিশের উদ্যেগে স্বরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বরণ সভায় পুলিশ সুপার ছাড়াও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাঈদ, ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার’র পুলিশ সুপার শাহরিয়ার আলী, সিআইডি’র সহকারী পুলিশ সুপার শরাফত উল্লাহ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল)আবুল বাশারসহ নিহতের স্বজনরা বক্তব্য রাখেন।

শেষে দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত থাকা অবস্থায় নিহত ১৭ জন পুলিশ সদস্যদের স্বজনদের হাতে জেলা পুলিশ সম্মাননা তুলে দেন।

গাংনীতে প্রবাসীর স্ত্রীসহ দুই নারী আত্মহত্যার চেষ্টা

পারিবারিক কলহের জের ধরে গাংনীতে পৃথক স্থানে প্রবাসীর স্ত্রীসহ দুই গৃহবধু আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন। এরা হলেন, গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামের শফিউদ্দীনের স্ত্রী জেসমিন খাতুন
(৩০) ও গাংনী থানাপাড়া এলাকার প্রবাসী রাজু আহম্মেদের স্ত্রী শান্তনা খাতুন (২০)।

জেসমিন খাতুন মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে নিজ গলায় গলাই রশি পেচিয়ে এবং শান্তনা খাতুন নিজ বাড়িতে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান।

এদের মধ্যে শান্তনা খাতুনের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও জেসমিনকে গাংনী হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

জানা গেছে, শান্তনা খাতুনের সাথে তার প্রবাসী স্বামী রাজু’র সাথে মোবাইল ফোনে কথাকাটি হয়েছে। এজন্য তাকে তালাক দেওয়ার হুমকী দেওয়ায় মঙ্গলবার ভোররাতের দিকে নিজ বাড়িতে শান্তনা খাতুন বিষপান করে।

মূমূর্ষ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লেফার্ড করেন।

এছাড়া স্বামীর সাথে কথাকাটির জের ধরে জেসমিন খাতুন নিজ ঘরে গলাই রশি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের ২ বছর সশ্রম কারাদন্ড

মাদকগ্রহন এবং হেফাজতে রাখার অভিযোগে তাজুল ইসলাম নামে একজনকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছে মেহেরপুরের একটি আদালত।

সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১ম কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ গত সোমবার দুপুরে এই রায় প্রদান করেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ইয়াবা রাখার অভিযোগে আসামি তাজুল ইসলাম ওরফে তাজুর বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে মেহেরপুর থানায় একটি মাদক মামলা দায়ের করা হয়।

মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন, ১৯৯০ এর ১৯ ধারায় তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আজ মামলাটি যুক্তিতর্ক শুনানি এবং রায় প্রচারের জন্য দিন ধার্য করা হয়।

আসামি এবং রষ্ট্র পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনানি অন্তে আসামির

বিরুদ্ধে আনিত অভিযগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামি তাজুল ইসলাম ওরফে তাজুকে দোষী সাব্যস্তপূর্বক দুই বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। আসামিকে কোর্ট থেকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

মুজিবনগরে জাতীয় বীমা দিবস পালিত

র্যালী, আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মুজিবনগরে জাতীয় বীমা দিবস পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কক্ষে জাতীয় বীমা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে “বীমায় সুরক্ষিত থাকলে, এগিয়ে যাব সবাই মিলে” শীর্ষক আলোচনা সভায় উপজেলার বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারি ও মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

পরে নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের নেতৃত্বে জাতীয় বীমা দিবস উপলক্ষে একটি র্যালী, বের করা হয়। উপজেলা চত্তর থেকে শুরু করে র্যালীটি প্রধান সড়ক হয়ে উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়।

মুজিবনগনে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান

মুজিবনগরে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে “মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান” শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ সময় মুজিবনগর উপজেলার ৩নং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিকাশ বিশ্বাস এর সঞ্চালনায় এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আয়ুব হোসেন এর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন ৬ নম্বর ওয়ার্ড ইউপি সদস্য ও ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বাবুল মল্লিক, ইউপি সদস্য রকিবুদ্দিন, ওমর ফারুক, সিবাস্তিন মন্ডল, ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সালমা খাতুন সহ সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য গ্রাম পুলিশ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।